২৩ ডিসেম্বর ভোট বাংলাদেশে। ›› পাঁচের পাতায়

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২২ কার্তিক ১৪২৫ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 9 November 2018 Friday 16 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

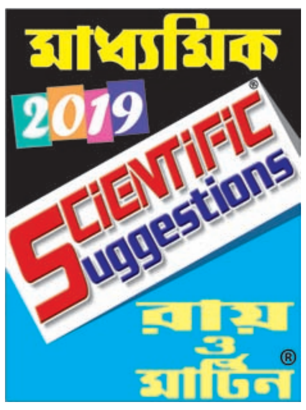

অরিজিৎ সিংকে প্রার্থী করতে পারে বিজেপি

বালুরঘাট আসনের জন্য মুম্বইয়ের তারকার নাম বিবেচনা

জ্যোতি সরকার ● জলপাইগুড়ি

৮ নভেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদের ছেলে অরিজিৎ সিং বেশ কয়েকবছর ধরেই বলিউডের সংগীত জগৎ শাসন করছেন। প্রথমে যখন তিনি মুম্বইয়ে যান তখন অবশ্য কিছুটা আড়ালেই ছিলেন। দীর্ঘদিন নীরবে কাজ করে গিয়েছেন আর এক বাঙালি ও সুরকার প্রীতমের সঙ্গে। কিন্তু আশিকি-২ তাঁকে বলিউডে লাইমলাইটে এনে দেয়। তারপর থেকে অরিজিৎকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। অরিজিৎ যে শুধু বলিউড শাসন করছেন, এমন নয়। টলিউডেও তিনি যখন বাঙালি সুরকারের সঙ্গে কাজ করেন তখনও তিনি শীর্ষেই থাকেন। অরিজিৎ সিংয়ের সেই জনপ্রিয়তাকেই এবার কাজে লাগাতে চায় বিজেপি। ইতিমধ্যে লোকসভা ভোটের প্রার্থীতালিকা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। উত্তরবঙ্গের এক প্রথমসারির বিজেপি নেতা জানিয়েছেন, দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে যেসব নাম বিবেচনা করা হচ্ছে তার মধ্যে অরিজিতের নাম রয়েছে সবথেকে আগে। ইতিমধ্যে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অরিজিতের দেখা হয়েছে বলে বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার আগে প্রার্থীদের নাম নিয়ে বিজেপির কোনো নেতাই মুখ খুলতে রাজি নন। কারণ পশ্চিমবঙ্গের লোকসভা ভোটের কৌশল নিয়ে এবার বিজেপি সভাপতি অমিত শার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং আগ্রহ দেখাচ্ছেন। সেই কারণে দিল্লি থেকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডাকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে উত্তরবঙ্গে পাঠানো হয়েছে। ফলে প্রার্থী তালিকা নিয়ে রাজ্য বিজেপির নেতারা মুখ বন্ধ রাখাই পছন্দ করছেন।

অরিজিতের পাশাপাশি বালুরঘাট আসনে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে দলের বর্তমান রাজ্য সহ সভাপতি বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরি ও রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক দেবশ্রী চৌধুরির নামও রয়েছে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। এই আসনে দিলীপবাবুকে প্রার্থী করতে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে প্রস্তাব জমা পড়েছে। প্রস্তাবিত প্রার্থীদের নামের তালিকা সরাসরি দিল্লিতে পাঠানো হচ্ছে। তবে প্রার্থী চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে আরএসএস–এর মতামত প্রাধান্য পাবে। মালদা জেলার দুটি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিজেপি খুব সতর্কভাবে পা ফেলছে। এই জেলার বর্তমান দুই সাংসদের রাজনৈতিক অবস্থানের উপর বিজেপি নেতৃত্ব নজর রেখেছে। হালেই বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপবাবু জলপাইগুড়ি জেলায় রাজনৈতিক সফরে এসেছিলেন। বৃহস্পতিবার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হতে চেয়ে অনেকেই বায়োডেটো জমা দিয়েছেন। এবিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে পারব না।' রায়গঞ্জ আসনে তাঁর দাঁড়ানোর বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে দিলীপবাবু হাসতে হাসতে বলেন, 'জেলার নেতারা এই আসনে হেভিওয়েট কাউকে প্রার্থী হিসাবে চাইছেন।'

এরপর নয়ের পাতায়

পাহাড়ের মন বুঝতে সমীক্ষা

সানি সরকার ● শিলিগুড়ি

৮ নভেম্বর ঃ লোকসভা নির্বাচনের আগে পাহাড়ের মন বুঝতে চাইছে বিজেপি। সেইসঙ্গে দার্জিলিং আসনটি ধরে রাখার ক্ষেত্রে যোগ্য প্রার্থীর খোঁজও শুরু হয়েছে দলের মধ্যে। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং পাহাড়ের বর্তমান শাসক বিনয় তামাং–অনীত থাপারা এখনও পাহাড়ের মানুষের ভরসা হয়ে উঠতে পারেননি, এমন রিপোর্ট পেয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। ওই রিপোর্ট পেয়েই দার্জিলিং কেন্দ্র নিয়ে নতুন করে তৎপরতা শুরু হয়েছে কেন্দ্রের শাসকদলের মধ্যে। রিপোর্টটি যাচাই করে নিতে স্থানীয় নেতৃত্বকে বিশেষ সমীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, রথযাত্রায় পাহাড়কে শামিল করার উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে। এনিয়ে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে দলীয় বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। তবে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অভিজিৎ রায়চৌধুরির বক্তব্য, 'লোকসভা নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়গুলি দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিষয়। রথযাত্রা সফল করার ক্ষেত্রে আমাদের কী কী পদক্ষেপ করতে হবে, তা নিয়েই এদিন আমাদের আলোচনা হয়েছে।' এদিন, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর সহ উত্তরবঙ্গের ৮টি জেলার প্রতিনিধিদের নিয়ে শিলিগুড়িতে বিজেপির একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শিলিগুড়িতে দলের জেলা সভাপতির বাড়িতে বেলা ১২টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত ওই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সমস্ত জেলার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

বিমল গুরুং পাহাড়ছাড়া হলেও দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্র কোনো অবস্থাতেই হাতছাড়া করতে নারাজ বিজেপি। পাহাড়ের রাশ বর্তমানে বিনয় তামাং–অনীত থাপাদের হাতে থাকলেও, তাঁদের প্রতি পাহাড়ের অধিকাংশ মানুষের আস্থা নেই বলে বিজেপি নেতৃত্ব রিপোর্ট পেয়েছে। এই রিপোর্টের পাশাপাশি দলের স্থানীয়স্তরেও একটি রিপোর্ট তৈরি করতে চাইছে কেন্দ্রের শাসকদল।

এরপর নয়ের পাতায়

কংগ্রেস-তৃণমূল সংঘর্ষে উত্তপ্ত ঘিরনিগাঁও

ইসলামপুর ব্যুরো

৮ নভেম্বর ঃ কংগ্রেস–তৃণমূল সংঘর্ষে বৃহস্পতিবার চোপড়া থানার ঘিরনিগাঁও এলাকা ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। হামলা ও পালটা হামলার জেরে এলাকা কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। ছিনতাই, লুটপাট, ভাঙচুর, বোমা–গুলি, অবরোধের ঘটনায় চোপড়া থানা এলাকা ক্রমশই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব এলাকায় গোলাগুলি চালানোর কথা স্বীকার করলেও একে অপরের ঘাড়ে ঘটনার দায় চাপিয়েছে। খবর পাওয়ার পর ইসলামপুর ও চোপড়া থানা থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে পুলিশের পদস্থ কর্তারা এলাকার দখল নেন। এদিনের সংর্ষের ঘটনায় দুই পক্ষের অন্তত পাঁচজন জখম হয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজনের আঘাত গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, ওই কর্মীকে চিকিৎসার জন্য ইসলামপুরে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছে বলে ইসলামপুরের মহকুমাশাসক মণীশ মিশ্র জানিয়েছেন। ইসলামপুরের এসডিপিও সোমনাথ ঝা বলেন, 'এলাকায় পুলিশি টহল চলছে। শীঘ্রই দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করা হবে।'

গত চারদিন ধরেই চোপড়ার লক্ষ্মীপুর ও ঘিরনিগাঁও এলাকায় লাগাতার সংঘর্ষ চলছে। লক্ষ্মীপুরে ইতিমধ্যেই গুলিবিদ্ধ হয়ে এক কংগ্রেস কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার ঘিরনিগাঁও এলাকার কোটগছে শাসক–বিরোধী সংঘর্ষে তিনজন জখম হয়। সংঘর্ষে ব্যাপক বোমা ও গুলি চালানোর অভিযোগ রয়েছে। ওই ঘটনা নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা ছিলই। বৃহস্পতিবার ফের কোটগছ সংলগ্ন এলাকাতেই রাজনৈতিক হামলা শুরু হয়। কংগ্রেসের অভিযোগ, তাদের এক কর্মী বাইক নিয়ে ওই এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় শাসকদলের লোকেরা তাঁর উপর চড়াও হয়ে তাঁকে বেধড়ক মারধর করে। তাঁর বাইক ছিনতাই করে তাঁকে মারধর করে অন্যত্র তুলে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেওয়া হয়। পরে খবর পেয়ে বিরোধী শিবিরের লোকজনই তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠায়। আরও অভিযোগ, এরপর বিরোধী শিবিরের লোকজন মুখে কাপড় বেঁধে বাইকবাহিনী নিয়ে কোটগছে এক তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে হামলা চালায়। তাঁকে মারধরের পাশাপাশি বাড়িতে ভাঙচুর সহ লুটপাট চালানো হয়। ওই কর্মীর বাড়িতে একটি মন্দিরে ঢুকে সোনার গয়না পর্যন্ত লুটপাট করে যথেচ্ছ বোমাবাজি ও গুলি ছুড়ে দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয়। অন্যদিকে, ততক্ষণে বিরোধীরা শাসকদলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস চালানোর অভিযোগ তুলে দাসপাড়ার লালবাজারে রাস্তা অবরোধ করে। এদিন ঘিরনিগাঁও এলাকার খবর ছড়িয়ে পড়তেই লক্ষ্মীপুর সহ দাসপাড়া এলাকাতেও তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দুই শিবিরের লোকজনই গণ্ডগোলের জন্য সমস্ত প্রস্তুতি সেরে ফেলে। কোটগছে পরপর দুদিন রাজনৈতিক সংঘর্ষ ঘটায় তা পুলিশ–প্রশাসনের জন্যও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে।

এরপর নয়ের পাতায়

অদ্ভুত জ্বরের কারণ খুঁজছেন চিকিৎসকরা

ভাস্কর বাগচী ● শিলিগুড়ি

৮ নভেম্বর ঃ প্রবল জ্বর, সঙ্গে তীব্র মাথাব্যথা। সারা শরীরে লাল ছোপছোপ দাগ। দ্রুত নেমে যাচ্ছে প্লেটলেট। অল্প সময়ের মধ্যেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় পৌঁছে যাচ্ছে রোগীর শারীরিক অবস্থা। শুধু তাই নয়, কোনো রোগী সেরে ওঠার পর ফের প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছেন, এমন ঘটনার উদাহরণও রয়েছে। এই জ্বর কি শুধুই আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে, নাকি অন্য কোনো কারণে? বাস্তবেই এই কারণ খুঁজতে ব্যস্ত চিকিৎসকরা।

ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা নিয়ে ইতিমধ্যেই মুখে কুলুপ এঁটেছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর। কিন্তু হাসপাতাল কিংবা নার্সিংহোমে ভরতি রোগীদের মধ্যে যাঁদের রক্তে এনএস ওয়ান পজিটিভ মিলছে, তাঁদের প্লেটলেট দ্রুত যেভাবে নেমে যাচ্ছে তাতে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন রোগীর পরিজনরা। শিলিগুড়ি পুরনিগমের জল সরবরাহ বিভাগের মেয়র পারিষদ শরদিন্দু চক্রবর্তী তিনদিন ধরে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে কলেজপাড়ার একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। গত কয়েকদিনে প্লেটলেট ২ লক্ষ থেকে কমতে কমতে বৃহস্পতিবার ১১ হাজারে নেমেছে। উল্লেখ্য, শরদিন্দুবাবু গত তিন বছর ধরে এই সময়েই এভাবে জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছেন। এবারও তাঁর রক্তে এনএসওয়ান পজিটিভ ধরা পড়েছে। যদিও চিকিৎসকরা জানান, জ্বরে আক্রান্ত হলে যেকোনো রোগীরই প্লেটলেট কমে যায়। কিন্তু তা বলে এত কমে যাবে? এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত চিকিৎসক মহল। কলেজপাড়ার ওই নার্সিংহোমে আরও বেশ কয়েকজন রোগী রয়েছেন যাঁরা এখনও প্রবল জ্বরে আক্রান্ত। এঁদের মধ্যে একজনকে ভেন্টিলেশনে পর্যন্ত রাখতে হয়েছে।

এই মুহূর্তে শিলিগুড়ির অধিকাংশ নার্সিংহোমে জ্বরে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এবং নতুন রোগী ভরতি নেওয়ার জায়গা না থাকার দরুন রোগীকে ফিরিয়ে পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে যা পরিস্থিতি, তাতে শহরের বেশকিছুএলাকার মানুষ জ্বরের আতঙ্কে ভুগছেন।

এরপর নয়ের পাতায়

ডাক্তারদের কথা

›› গত বছরের থেকে জ্বরের চরিত্র অনেক বদলেছে। জ্বরের সঙ্গে এবার ডায়ারিয়াও হচ্ছে অনেক রোগীর।

›› শুধু প্লেটলেটই নয়, প্রবল জ্বরে ডব্লিউবিসি–ও কমে যাচ্ছে। লিভারে সমস্যা দেখা যাচ্ছে।

দখল করা জমিতে পাট্টা দেওয়ার উদ্যোগ

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ বাতাসির সরকারি জমি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হতেই ওই জমিতে পাট্টা দেওয়ার তোড়জোড় শুরু করেছে জমি মাফিয়ারা। ওই সরকারি জমিতে যাতে প্রত্যেককে পাট্টা দেওয়া যায় অথবা তাদের অন্য কোনো জমিতে স্থানান্তর করে সেই জমির পাট্টা দেওয়া যায় কিনা সেই ব্যাপারেও খোঁজখবর শুরু হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে খড়িবাড়ির বিডিও যোগেশ মণ্ডল বলেন, 'কৃষক বাজারের জন্য রাখা বাতাসির ওই জমি যাদের কাছে বিক্রি করা হয়েছে তাদের অন্য কোনো জমিতে স্থানান্তর করে সেই জমির পাট্টা দেওয়ার একটা প্রস্তাব রয়েছে। কিন্তু সরকারি কাজের জন্য রাখা ওই জমি কীভাবে বিক্রি হল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

খড়িবাড়ি ব্লকের বাতাসির ভোগভিটা মৌজায় আইটিআই কলেজের পিছনে প্রায় ৮০ বিঘা সরকারি জমি রয়েছে। এই জমিতে কৃষক বাজার তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। কিন্তু সেই কাজ এখনও শুরু হয়নি। এই অবস্থায় শাসকদলের একাংশ এবং কিছু জমি মাফিয়া মিলিতভাবে ওই জমির দখল নিয়ে সেটি কাঠা হিসাবে প্লট করে বিক্রি করছে। সামনের দিকে দেড় লক্ষ টাকা এবং পিছনে এক লক্ষ ১৫ হাজার টাকা কাঠা হিসাবে জমি বিক্রি হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু প্লট বিক্রি হয়ে সেখানে কংক্রিটের পিলার দিয়ে বেশ কিছু বাড়ি তৈরির কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। এই সংক্রান্ত খবর বুধবার উত্তরবঙ্গ সংবাদ–এ প্রকাশিত হওয়ার পরেই নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। অন্যদিকে, জমি মাফিয়ারাও নেতা–মন্ত্রীদের ধরে এই জমির ক্রেতাদের যাতে সেখানেই বসবাস করার জন্য পাট্টা দেওয়া যায় তার জন্য তোড়জোড় শুরু করেছে।

সূত্রের খবর, এই সরকারি জমির কারবারের বিষয়টি যে জানাজানি হয়ে যেতে পারে সেই কথা ভেবে আগেই এই জমি মাফিয়ারা তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশের মাধ্যমে জমির পাট্টা দেওয়ার জন্য তৎপর হয়েছিল। বিষয়টি ভূমিসংস্কার দপ্তর ছাড়া বিডিও–কেও জানানো হয়েছিল।

এরপর নয়ের পাতায়

ডেন্টাল কলেজে পরিসেবা অমিল

রণজিৎ ঘোষ ● শিলিগুড়ি

৮ নভেম্বর ঃ উত্তরবঙ্গ ডেন্টাল কলেজে ল্যাবরেটরির পরিকাঠামো না থাকায় দাঁতের চিকিৎসা করাতে এসে সমস্যায় পড়ছেন রোগীরা। দাঁত বাঁধাই, ক্রাউন সহ অন্য সমস্ত কাজেই বেসরকারি ল্যাবরেটরিতে যেতে হচ্ছে রোগীদের। ফলে হাজার হাজার টাকা খরচও হয়ে যাচ্ছে। রোগীদের অভিযোগ, সরকারিভাবে সমস্ত চিকিৎসাই বিনামূল্যে করার দাবি করা হলেও রাজ্য সরকার এখনও উত্তরবঙ্গ ডেন্টাল কলেজে সমস্ত পরিকাঠামো তৈরি করতে পারেনি। কলেজ কর্তৃপক্ষ অবশ্য জানিয়েছে, পূর্ণাঙ্গ ল্যাবরেটরি তৈরির জন্য সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্ট চলে এসেছে। কয়েক মাসের মধ্যেই পরিকাঠামো তৈরি হয়ে যাবে। ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'পরিকাঠামোর অভাবে কিছু সমস্যা হচ্ছে। তবে, আমরা বেশ কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট পেয়েছি। আশা করছি কয়েক মাসের মধ্যেই এখানে পূর্ণাঙ্গ ল্যাবরেটরি চালু হয়ে যাবে।'

দীর্ঘদিন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সঙ্গে থাকার পরে ২০১২ সালে স্বতন্ত্রভাবে তৈরি হয় উত্তরবঙ্গ ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল। মোট আটটি বিভাগ নিয়ে কাজ করছে এই ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল। প্রতিদিন বহির্বিভাগে ১৫০–২০০ জন রোগী এখানে দাঁতের বিভিন্ন চিকিৎসার জন্য আসেন। কিছু সংখ্যক রোগীকে প্রাথমিক পরীক্ষা–নিরীক্ষার পরে ওষুধ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলেও বেশিরভাগ রোগীরই দাঁত তোলা, রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট (আরসিটি) সহ অন্যান্য চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। যাদের দাঁত তোলা হচ্ছে বা আরসিটি করা হচ্ছে তাঁদের কারও নতুন দাঁত বসানো, দাঁতে ক্রাউন পরানো অথবা ফিক্সড পার্সিয়াল ডেনচার (এফপিডি) অর্থাৎ দাঁতের পাটি বসানোর প্রয়োজন হয়। কিন্তু ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালের ল্যাবরেটরিতে পরিকাঠামো না থাকায় এই পরিসেবাগুলি দেওয়া যাচ্ছে না। ফলে মানুষকে ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালে গিয়ে দাঁতের চিকিৎসা করালেও দাঁত বাঁধাই, ক্রাউন সহ অন্য সমস্ত কাজ বাইরের ল্যাবরেটরি থেকে করাতে হচ্ছে। রোগীদের অনেকেই জানিয়েছেন, বেসরকারি ল্যাবগুলিতে একটা দাঁতের দাম ১০–১২ হাজার টাকা পর্যন্ত নিয়ে নিচ্ছে। ক্রাউন বা এফপিডির দাম আরও বেশি। সরকারিভাবে এই পরিসেবা দেওয়া হলে বহু মানুষই উপকৃত হতেন।

এরপর নয়ের পাতায়

জেটলির কথা উড়িয়ে মোদিকে তির মমতার

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৮ নভেম্বর ঃ কয়েকদিন আগেই অসমের তিনসুকিয়ায় পাঁচজন বাঙালিকে হত্যার ঘটনায় এনআরসি নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথাতেই স্পষ্ট হয়েছিল লোকসভা ভোটে তৃণমূলের প্রচারে কোন কোন বিষয় অগ্রাধিকার পেতে পারে। বৃহস্পতিবার তাঁর অবস্থান আরও স্পষ্ট করে তৃণমূল নেত্রী নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। বস্তুত, এদিন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি থেকে শুরু করে বেশিরভাগ বিরোধী নেতা প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনায় সরব হলেও মমতার সুর ছিল সবথেকে চড়া। ৮ নভেম্বর তারিখটিকে 'অন্ধকার দিন' বলে কটাক্ষ করে তৃণমূল নেত্রী বলেন, 'আজ বিমুদ্রাকরণ বিপর্যয়ের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি। এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। আজ বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ থেকে সাধারণ মানুষ এবং সব বিশেষজ্ঞ আমার সঙ্গে একমত।' মমতা বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন নষ্ট করে দিয়েছে। এই বিপুল কেলেঙ্কারির মাধ্যমে সরকার দেশের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। যারা এই কাজ করেছে মানুষ তাদের সাজা দেবে।'

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের মতে, অর্থনৈতিক হঠকারী পদক্ষেপ দীর্ঘ সময় ধরে কীভাবে দেশের ক্ষতি করে তা মনে করার ও আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কতটা চিন্তাভাবনা করা দরকার, তা বোঝার দিন আজ। রাহুল গান্ধির অভিযোগ, নোটবন্দি একটি নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিরোধীদের এহেন সম্মিলিত আক্রমণ সত্ত্বেও নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত যে সঠিক ছিল তা বোঝাতে বৃহস্পতিবার কার্যত একা কুম্ভের মতো মোদি সরকারের মুখরক্ষায় ব্যস্ত থাকলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। তাঁর সাফাই, নোট বাজেয়াপ্ত করাটা বিমুদ্রাকরণের উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তাকে মূল অর্থনীতিতে নিয়ে আসতে এবং যাঁদের হাতে টাকা রয়েছে তাঁদের কর দিতে বাধ্য করাই ছিল এই সিদ্ধান্তের বৃহৎ লক্ষ্য। বিরোধীদের সমালোচনাকে উড়িয়ে জেটলির কটাক্ষ, 'বাতিল নোটের সবটাই ব্যাংকের হাতে ফিরে এসেছে বলে যে সমালোচনা হচ্ছে তা না জেনেবুঝে করা হচ্ছে।' জেটলির সাফাই, 'ভারতীয় অর্থনীতিকে সঠিক পথে চালনার জন্য অন্যতম একটি পদক্ষেপ হল নোটবন্দি।

এরপর নয়ের পাতায়

নোটবন্দির দু'বছর

কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন নষ্ট করে দিয়েছে। এই বিপুল বিমুদ্রাকরণ কেলেঙ্কারির মাধ্যমে সরকার দেশের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। যারা এই কাজ করেছে মানুষ তাদের সাজা দেবে।
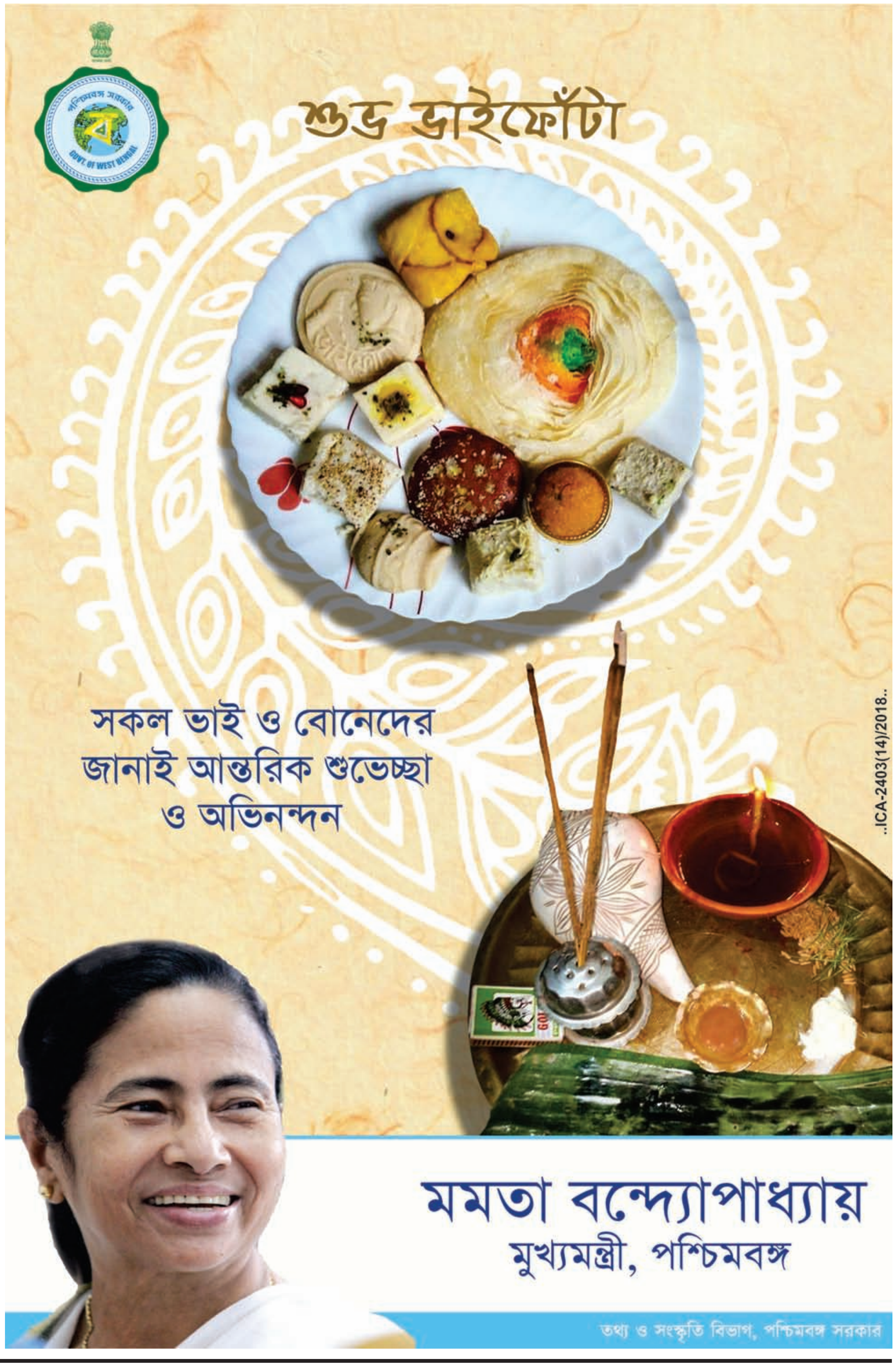
ভারতীয় অর্থনীতিকে সঠিক পথে চালনার জন্য অন্যতম একটি পদক্ষেপ হল নোটবন্দি। এর ফলে আরও সুশৃঙ্খল হয়েছে ভারতের কর ব্যবস্থা। নোট বাতিলের জেরে ভারতীয়দের জীবনের মানোন্নয়ন হয়েছে।